দুর্যোগ প্রতিবেদন ২০১৪

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের বন্যা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়

২৪ নভেম্বর, ২০১৪

সূচীপত্র

১.০ ভূমিকা **১**

১.১ পটভূমি **১**

১. ২ পরিস্থিতি অবলোকন **১**

১. ৩ সামগ্রিক দুর্যোগের (বন্যা) প্রভাব **৩**

১. ৪ বন্যার প্রতিবেদন প্রস্তুতিকরন প্রক্রিয়া **৪**

২.০ ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপন **৬**

২.১ কৃষি ও জিবিকা **৬**

২.১.১ কৃষি ও জিবিকার চাহিদা ৬

২.২ আশ্রয় **৭**

২.২.১ আশ্রয়ের চাহিদা ৭

২.৩ পানি ও স্যানিটেশন **৮**

২.৩.১ পানি সম্পদ ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক চাহিদা ৮

২.৪ যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বাঁধ **৯**

২.৪.১ যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বেড়ী বাঁধের চাহিদা ৯

২.৫ শিক্ষা **১০**

২.৫.১ শিক্ষা চাহিদা ১০

২.৬ সামাজিক অবকাঠামো ও অন্যান্য **১১**

২.৬.১ সামাজিক অবকাঠামো ও অন্যান্য খাতে চাহিদা ১১

৩.০ বন্যা মোকাবেলায় প্রস্তুতি এবং সাড়াদান **১২**

৪.০ সীমাবদ্ধতা এবং সুপারিশ **১৫**

৪.১ সীমাবদ্ধতা **১৫**

৪.২ সুপারিশ **১৫**

৫.০ বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির চিত্র **১৬**

১.০ ভূমিকা

১.১ পটভূমি

ভৌগলিক অবস্থান ও জলবায়ুগত কারণে বাংলাদেশ পৃথিবীর সর্বাধিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ। বাংলাদেশের দুর্যোগ সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমেই বন্যা সম্পর্কে জানতে হবে। কারণ, বন্যার সাথে বসবাস করে এবং সাহসিকতার সাথে বন্যা মোকাবেলা করার সংস্কৃতি আমাদের দীর্ঘ দিনের। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে বাংলাদেশ একটি পলিবাহিত বিস্তীর্ণ সমতল ব-দ্বীপ হওয়ায় প্রতিবছর বাংলাদেশের প্রায় ২৬,০০০ বর্গ কিমি অঞ্চল অর্থাৎ ১৮ শতাংশ ভূখন্ড বন্যা কবলিত হয়। পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা এই তিন নদী অববাহিকার নিম্নাঞ্চলে ৪,৬৮৫ কিলোমিটার দীর্ঘ অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভৌগোলিক অঞ্চল গঠন করেছে বাংলাদেশ। এদেশের অর্থনীতি মূলত: কৃষিনির্ভর এবং সামগ্রিকভাবে মৌসুমী জলবায়ুর ওপর নির্ভরশীল। সব প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে বন্যার আঘাতই সবচেয়ে বেশি। অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ সাধারণত: কিছু কিছু এলাকায় আঘাত হেনে ক্ষতিসাধন করে থাকে এবং এর স্থায়ীত্বকাল অল্প সময় হয়। কিন্তু বন্যা প্রায় সমগ্র দেশে আঘাত হেনে প্লাবিত করে থাকে। এর স্থায়ীত্ব বেশিদিন হয়। তখন অসহায় হয়ে পড়ে গোটা দেশবাশী। বন্যার কারণে জনজীবনে নেমে আসে ভয়াবহ দু:খ, কষ্ট। বন্যা যেন এখন নিয়মিত বার্ষিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় প্রতি বছরই বন্যা হচ্ছে। এর কারণে এদেশে ব্যাপক জানমালের ক্ষতি হচ্ছে। এ জন্য বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে পরিগণিত।

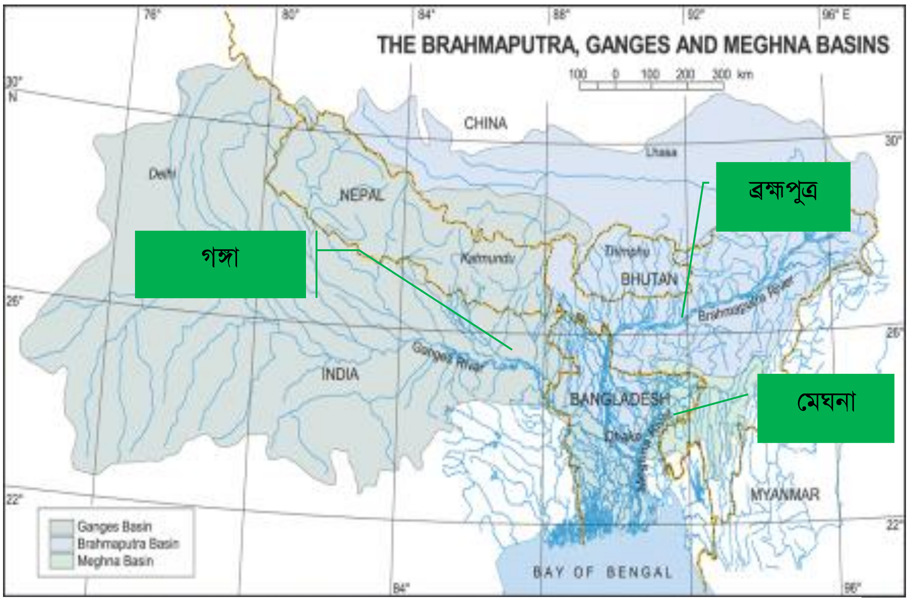

চিত্র ১: গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা (GBM) অববাহিকা

আয়তনের দিক দিয়ে বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে অতি ক্ষুদ্র একটি দেশ। কিন্তু জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম একটি দেশ। আজ জনবহুল ও দারিদ্রতা বাংলাদেশের উন্নয়নের বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বন্যা। বন্যার কারণে প্রায় প্রতি বছর উন্নয়ন কর্মকান্ডের একটা বিরাট অংশ নষ্ট হয়ে যায়। বন্যাকালীন দুর্দশার চিত্র অবর্ণনীয়। সামগ্রিক জীবনযাত্রা মারাত্মক রূপে ব্যাহত হয়। সারা দেশে ধ্বংসের চিহ্ন দেখা যায়। আপনজনদের হারানোর হাহাকার গভীর দাগ কাটে। প্রকৃতির এই খেয়ালীপনার কাছে মানুষ আজ অসহায়। বন্যার সর্বনাশী টানে ঘর-বাড়ি ভেসে যায়। কৃষকের স্বপ্ন ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। শস্যের ক্ষতি হয় ব্যাপক। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়। বিমানবন্দর, স্থলপথ, রেলপথ বন্যার পানিতে ভেসে যায়। যে মহাসড়কে গাড়ী চলে সেখানে চালাতে হয় নৌকা। ব্যবসা-বাণিজ্য বিঘ্নিত হয়। গবাদি পশুর মৃত্যু হয়। উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। আর তখন মানুষের একমাত্র আশ্রয় হয় ঘরের চালে বা গাছের ডালে। বন্যা পরবর্তী দৃশ্যও করুণ। নানা প্রকার ব্যাধিতে মানুষ আক্রান্ত হয়। পেটের পীড়া, আমাশয়, সর্দি, জ্বর, কাশি ইত্যাদি হয়। বন্যার সময় তুলনামূলকভাবে পানির উচ্চ প্রবাহ, যা কোন নদীর প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম তীর অতিক্রম করে ধাবিত হয়। নদীর তীর ছাড়িয়ে পানি আশপাশের সমভূমি প্লাবিত করলে সাধারণত জনগণের দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায় বন্যা। প্লাবনভূমি যেহেতু মানুষের কাঙ্খিত ও কৃষিকাজের সহায়ক, তাই বন্যাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা ও এর ক্ষয়-ক্ষতির সীমা যাতে ছাড়িয়ে না যায় তা লক্ষ্য করা আমাদের জরুরী।

১. ২ পরিস্থিতি অবলোকন

টানাবর্ষণ, জোয়ারের পানি আর পাহাড়ি ঢল, উজানে ভারতের প্রধান প্রধান নদীর অববাহিকা এবং দেশের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ১8টি জেলায় ধারাবাহিক ভাবে প্রবল বৃষ্টির ফলে ১৩ আগষ্ট হতে বন্যার সৃষ্টি হয়।

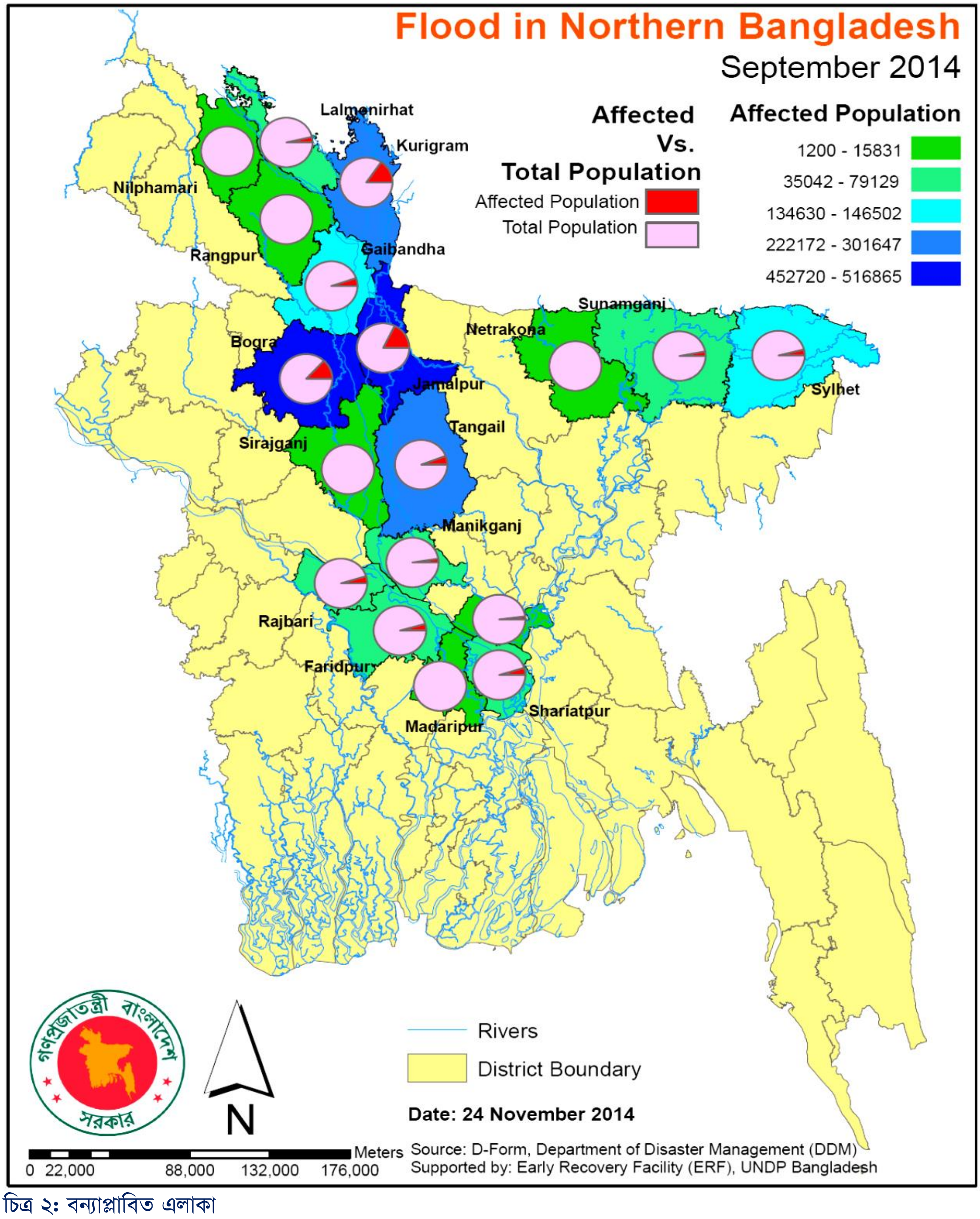

চিত্র ২: বন্যাপ্লাবিত এলাকা

প্রতি বর্ষাকালে ভারতের ফারাক্কা ও গজলডোবা ব্যারেজের সব গেট খুলে দেওয়ার ফলে অতিরিক্ত পানিতে অস্বাভাবিক বন্যা সৃষ্টির অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও গ্রামীণ রাস্তায় ছোট ছোট সেতু/কালভার্ট প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে খালের নির্ধারিত প্রস্থ হতে কমিয়ে স্প্যান নির্ধারণ করার ফলে গ্রামীণ এলাকার বহু খালের প্রবাহ তাৎপর্য পরিমাণে কমেছে। ফলে প্লাবিত হয় ঘরবাড়ি ও সড়ক। টানাবর্ষণ, জোয়ারের পানি আর পাহাড়ি ঢলে দেশের নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, রংপুর, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, টাংগাইল, নেত্রকোনা, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, মাদারীপুর, শরিয়তপুর, সিলেট ও সুনামগঞ্জ প্লাবিত হয়েছে। এলাকায় প্রবল বৃষ্টিপাত হয়েছে।

ছক ১: ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা ও জনসংখ্যা

জেলা	ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা (বঃকিঃ)	ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্থ জনসংখ্যা				ক্ষতিগ্রস্থ প্রতিবন্ধি সংখ্যা
			পুরুষ	মহিলা	শিশু	মোট	
গাইবান্ধা	৪৮৫.০০	৩৭৭৮৬	৪৬৮৯০	৫০৩৮১	৩৭৩৫৯	১৩৪৬৩০	২০১৫
নীলফামারী	৮.০৯৭২	৪১০০	৪৮০০	৫২০০	৫৭০৫	১৫৭০৫	০
কুড়িগ্রাম	১৩৩৯.৬৫	৯২১৪৮	১২৩৫৫৩	১২৪৮৬২	৫৩২৩২	৩০১৬৪৭	৩৩৪১
বগুড়া	৩৪০.৭৬	১৪০৯৩৯	১৪৭৫০০	১৩৭৭০০	১৬৭৫২০	৪৫২৭২০	০
লালমনিরহাট	২০৪.২৯	১২৯৮৭	১৭৬৭৯	১৫০৮২	১২৫১৮	৪৫২৭৯	০
রংপুর	১৩৪.৩৭	৬৬৫	১৫৮০	৪৮০	০	২০৬০	০
জামালপুর	১২১১.০০	১০৮২০২	৩১৯৪০৭	১৭২৭৭৬	২৪৬৮২	৫১৬৮৬৫	৪৫৫৬
টাংগাইল	১৮২.০৫	৬৩৮৯১	১০৪৪১২	৯৬৭৭৯	২০৯৮১	২২২১৭২	৪৫৯
সিরাজগঞ্জ	৭৭২.০০	১০০৫০০	৮০০	৩০০	১০০	১২০০	৭১০
ফরিদপুর	৩১২.২৩	৬২৭৭	২৬৩৬৮	২৮৯৬৪	২৩৭৯৭	৭৯১২৯	২৬০
নেত্রকোনা	৬১২.৯১	১২৩২০	৩২৭৩	২৮০২	৪৭০	৬৫৪৫	০
সুনামগঞ্জ	১৮৪৯.৬৫	৩৭৫৮৮	২৬০৫৫	২৮৬৯৮	৮৬২০	৬৩৩৭৩	৩০৫৬
রাজবাড়ী	২৫২.৫০	১৩৯২০	২২২৬৮	২২০৮৬	৭৩৭১	৫১৭২৫	৮৬৮
মুন্সিগঞ্জ	৭৪.৭৯	২১৩৯	৯৬৩৫	৬১৭০	২৬	১৫৮৩১	০
সিলেট	৩৫৯.০০	১৬৮২৩	৭৩২৫১	৫৮৬০১	১৪৬৫০	১৪৬৫০২	০
মানিকগঞ্জ	১৪৩.৬৪	৭৬৬৬	১৭০১৭	১৭২৪৭	৭৭৮	৩৫০৪২	৪৪
মাদারীপুর	৩৯.০০	১০৬৩	২৫৭৩	২৫০৩	২৩৯	৫৩১৫	৪৩২
শরিয়তপুর	১০২.৩৫	১৪১২২	২২২৬৮	২২০৭১	৮২৭১	৫২৬১০	০
সর্বমোট	৮৪২৩.২৪	৬৭৩১৩৬	৭৯৪৭৮৮	৬২৭৭৩১	২০৪৮৩২	২১৪৮৩৫০	১৫৭৪১

প্লাবিত হয়েছে ঘরবাড়ি ও সড়ক। তলিয়ে গেছে মাছের ঘের ও আমন ধানসহ বিভিন্ন ফসলের মাঠ। দেশের প্রায় বেশীরভাগ নদ-নদীর পানি বিপদসীমার বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। ১২ আগষ্ট তিস্তা নদীর পানি বিপদসীমার ৩৮ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় ঐ রাতেই স্থানীয় প্রশাসন রেড অ্যালার্ট জারি করে।

১. ৩ সামগ্রিক দুর্যোগের (বন্যা) প্রভাব

- টানা বর্ষণ, জোয়ারের পানি আর পাহাড়ি ঢল, উজানে ভারতের প্রধান প্রধান নদীর অববাহিকা এবং দেশের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ১৭টি জেলায় ধারাবাহিকভাবে প্রবল বৃষ্টির ফলে ১৩ আগষ্ট হতে বন্যার সৃষ্টি হয়। ফলে দেশের ১৮টি জেলার ২.১৫ মিলিয়ন মানুষের বসত-বাড়ী, জিবন ও জিবিকা, ফসল, প্রাণী সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়।
- বন্যায় প্লাবিত হয়ে ১৪৯,৬৪৫ জন মানুষ গৃহচ্যুত এবং ২১ জন ব্যক্তি মারা যায়।

চিত্র ৩: বন্যাপ্লাবিত এলাকায় বিপর্যস্ত জনজীবন

- ৩৩,০০৯ টি বাড়ী সম্পূর্ন এবং ১৭৩,১৩৮ টি বাড়ী আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ক্ষতিগ্রস্থ ও ঝুঁকিপূর্ন বাড়ী-ঘড় মেরামতের জন্য নির্মাণ সামগ্রীর (সি.আই শীট ইত্যাদি) প্রয়োজন।
- ২০৩০টি নলকূপ এবং ৩৯,৫১২টি শৌচাগার সমপূর্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ফলে বন্যা দূর্গত এলাকার জনস্বাস্থ্য ঝুঁকিপূর্ন।
- ৮১৫৩০টি গৃহপালিত পশু এবং ১৭৭,৩৪৭.৭৫ হেক্টর আবাদি জমি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় বন্যায় আক্রান্ত এলাকার মানুষের জিবিকা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

১. ৪ বন্যার প্রতিবেদন প্রস্তুতিকরন প্রক্রিয়া

বন্যা আক্রান্ত উপজেলা ও জেলা হতে প্রাপ্ত ডি-ফরম এর তথ্যের ভিত্তিতে বন্যা প্রতিবেদন-২০১৪ প্রস্তুত করা হয়েছে। Standing Order on Disaster (SOD) এর নির্দেশনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) বন্যার তথ্যাদি ডি-ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রেরণ করেন। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা সকল উপজেলার ডি-ফরম সংকলন করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহনের নিমিত্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডিডিএম) এ প্রেরণ করেন। এছাড়াও বন্যা আক্রান্ত উপজেলার উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) এর সাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডিডিএম) এর জরুরী সাড়াদান কেন্দ্র (EOC) সার্বৎক্ষনিক টেলিফোনের মাধ্যমে নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে। টেলিফোনের মাধ্যমে প্রাপ্ত দৈনন্দিন তথ্যের ভিত্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডিডিএম) এর জরুরী সাড়াদান কেন্দ্র (EOC) হতে Situation Report (SitRep) প্রকাশ করা হয়েছে। বন্যা প্রতিবেদন-২০১৪ প্রণয়নে উক্ত SitRep এর তথ্যাদিও সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডিডিএম) এর উদ্যোগে বন্যা আক্রান্ত ১৮টি জেলার জেলা প্রশাসক, বিভিন্ন উপজেলার উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডার/ডিপার্টমেন্ট এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠান এবং ডি-ফরম এর মাধ্যমে ক্ষয়-ক্ষতি ও চাহিদার তথ্য প্রেরণ নিশ্চিত করা হয়েছে। তথ্য প্রেরণের ক্ষেত্রে ১৮টি জেলার জেলা প্রশাসকগণ মূখ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
www.ddm.gov.bd
দেশব্যাপী বন্যা পরিস্থিতি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের জরুরী সাড়া প্রদান সংক্রান্ত প্রতিবেদন

তারিখ ও সময়ঃ	১৭ ভাদ্র' ১৪২১বঙ্গাব্দ, ০১ সেপ্টেম্বর' ২০১৪খ্রিঃ, সোমবার, সময়ঃ ১৫:০০টা
আপদঃ	বন্যা ও নদীভাংগন।

চিত্র ৪: ডিডিএম এর EOC হতে প্রকাশিত Situation Report (SitRep)

স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে প্রাপ্ত তথ্যের সঠিকতা যাচাই করে সংকলন করা হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা (ডিআরআরও) তথ্য সংগ্রহ, যাচাই, সঠিকতা নিরূপন ও সংকলন করে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডিডিএম) এ প্রেরণ করেছেন। জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডিডিএম) এর জরুরী সাড়াদান কেন্দ্র (EOC) সকল জেলা হতে প্রাপ্ত ডি-ফরম এর তথ্য চুড়ান্তভাবে সংকলন করা হয়।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডিডিএম) সকল জেলা হতে প্রাপ্ত ডি-ফরম এ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী চুড়ান্তভাবে বন্যা প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে। এই পর্যায়ে প্রয়োজন ক্ষেত্রে সকল জেলা হতে প্রাপ্ত ডি-ফরম এ প্রাপ্ত তথ্য জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ডিডিএম এর মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা, স্থানীয় জন প্রতিনিধি এবং সরকারী অন্যান্য সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে পুনরায় যাচাই করা হয়েছে। ডি-ফরম এর তথ্যের সঠিকতা যাচাই এবং সংকলনের ক্ষেত্রে DMIC, ইউএনডিপি এর Early Recovery Facility (ERF) সহযোগীতা করেছে।

চিত্র ৫: ডি-ফরম এর মাধ্যমে ক্ষয়-ক্ষতি ও চাহিদার তথ্য সংগ্রহ

২.০ ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপন

২.১ কৃষি ও জিবিকা

অধিকতর ক্ষতিগ্রস্থ জেলা সমূহ	আক্রান্ত ফসল ও বীজতলা	প্রাক্কলিত ক্ষতির পরিমান
কুড়িগ্রাম, জামালপুর, টাঙ্গাইল	১৭৭,৩৪৭.৭৫ হেক্টর আক্রান্ত প্রাণী সম্পদ ও পোল্ট্রি সেক্টর ৮১,৫৩০ টি	১৯,১০৪ মিলিয়ন টাকা

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এর ২০১৩ সালের জরিপ অনুযায়ী, বন্যা প্রবন জেলা সমূহের অধিবাসীরা সাধারণত কৃষিজিবি ও দিনমজুর। অত্র এলাকার মানুষের আয়ের উৎস সাধারণত কৃষি হলেও তাদের বিকল্প জিবিকা হিসেবে পশুপালন এবং জেলে অন্যতম। ডি-ফরমে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী এবারের বন্যায় কৃষি খাত ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। নভেম্বর মাস ধান কাটার মৌসুমের প্রাক্কালে বন্যা সংঘটিত হওয়ায় আমন ধান, বীজতলা ও আউশ ধানের ক্ষেত ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। প্রাণীসম্পদ এবং মৎস্য সম্পদ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার ফলে বিকল্প আয়ের উৎস ব্যাহত হয়েছে। সুপেয় পানি এবং পশুখাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে।

অতএব, বন্যা আক্রান্ত এলাকার অধিবাসিদের জিবিকা এবং উৎপাদনশীল সম্পদের পুনরুদ্ধার করা অত্যন্ত জরুরী। জিবিকা এবং উৎপাদনশীল সম্পদের পুনরুদ্ধার অত্র এলাকার অধিবাসিদের পুনরায় আয়ের সংস্থান করতে সহায়তা করবে। ফলে বন্যায় আক্রান্ত এলাকার অধিবাসিরা ঝুঁকি মোকাবেলা করে অর্থনৈতিক কার্যাবলী পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হবে।

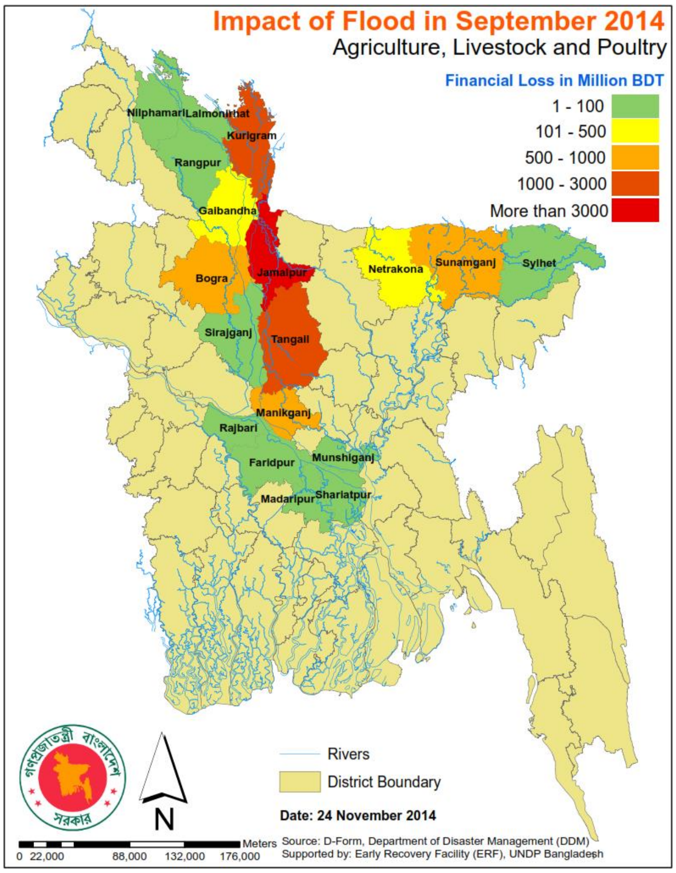

চিত্র ৬: আক্রান্ত ফসল প্রাণী সম্পদ ও পোল্ট্রি সেক্টর

২.১.১ কৃষি ও জিবিকার চাহিদা

- আক্রান্ত এলাকার মানুষের কৃষি, প্রাণীসম্পদ, মৎস্য সম্পদ খাতের পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরন ক্রয় বাবদ নগদ (ক্যাশ) অর্থ সহায়তা প্রয়োজন।
- কৃষকের ক্ষতি কাঁটিয়ে উঠার লক্ষ্যে আসন্ন বোরো মৌসুমে পর্যাপ্ত পরিমাণ শস্য-বীজ ও সার বরাদ্দ প্রদান করা প্রয়োজন।
- স্বল্প সময়ে উৎপাদনে সক্ষম বিকল্প ফসল হিসেবে শীত মৌসুমের শাক-শব্জি উৎপাদনের জন্য কৃষককে উৎসাহিত করা।
- আক্রান্ত এলাকার মানুষের আয় নিশ্চিতকল্পে পর্যাপ্ত সামাজিক নিরাপত্তা ও কর্মসূচীসহ বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহন করা।

২.২ আশ্রয়

অধিকতর ক্ষতিগ্রস্থ জেলা সমূহ	ক্ষতিগ্রস্থ বাড়ীর সংখ্যা	প্রাক্কলিত ক্ষতির পরিমান
গাইবান্ধা, বগুড়া, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ, সুনামগঞ্জ	**সম্পূর্ন ক্ষতিগ্রস্থ ৩৩,০০৯ টি** **আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ ১৭৩,১৩৮ টি**	**৭,০৮৬ মিলিয়ন টাকা**

ডি-ফরমে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, বন্যা ও নদী-ভাঙ্গনে মানুষের বাড়ী-ঘরের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। ফলে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর বৃহৎ অংশ আশ্রয় সংকটে রয়েছে। বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর, স্থানচ্যুত মানুষ নিজস্ব বাড়ীতে ফিরে আসায় আশ্রয় সংকট আরও প্রকট আকার ধারন করেছে। গাইবান্ধা, বগুড়া ও কুড়িগ্রাম জেলার মানুষের বন্যা ও নদী-ভাঙ্গনে বিধ্বস্ত বাড়ী-ঘর মেরামত করে বসবাস উপযোগী করাই এখন মূখ্য বিষয়। আক্রান্ত এলাকার মানুষের বাড়ী-ঘর সাধারণত কাঁচা, মাটির ঘর, বাঁশ ও কাঠ দ্বারা নির্মিত যাহা, বন্যায় অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ন। অপরদিকে দেশেরে উত্তরাঞ্চলের চর এলাকায় বন্যা রক্ষা বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ায় পানির তীব্র স্রোতে এবং নদী-ভাঙ্গনে অনেক বাড়ী-ঘর সম্পূর্নরূপে ভেসে গেছে।

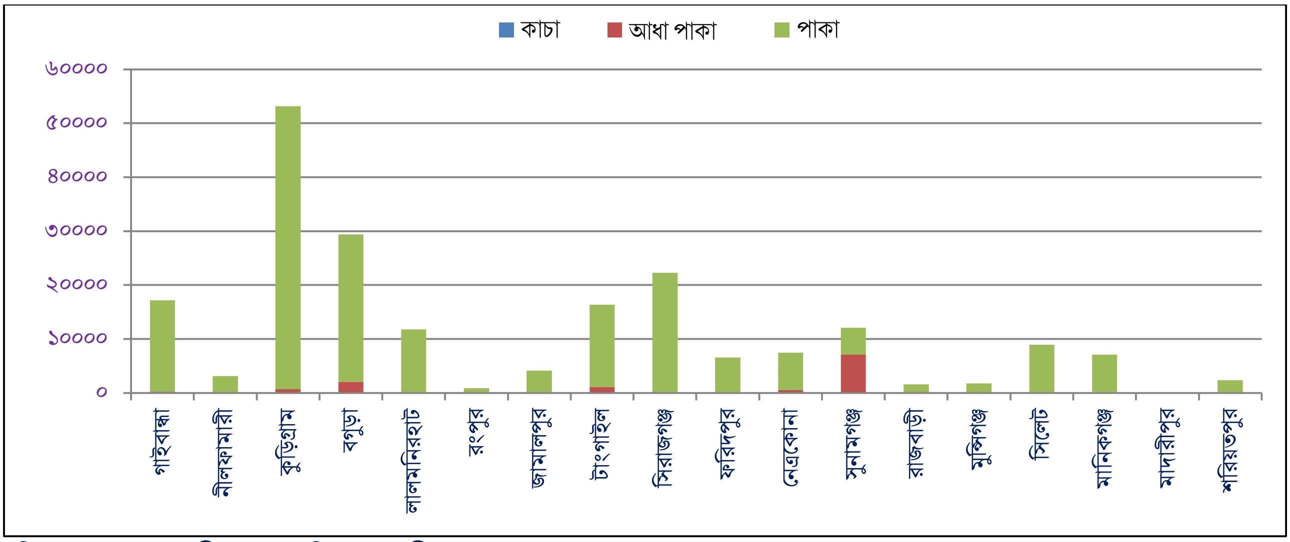

চিত্র ৭: বন্যা ও নদী-ভাঙ্গনে বিধ্বস্ত বাড়ী-ঘর

আক্রান্ত পরিবার আবাস গৃহের পাশাপাশি তাদের সম্পদ, কৃষি জমি, প্রাণী সম্পদ ও অন্যান্য জিবিকা ব্যাহত হয়েছে। ফলে আক্রান্ত জনগোষ্ঠির বাড়ী-ঘর মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় নির্মাণ সামগ্রী ও উপকরণ ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। পাশাপাশি কৃষি খাতে বিনিয়োগ এবং গৃহে পালনের জন্য পশু ক্রয় ক্ষমতা লোপ পেয়েছে।

২.২.১ আশ্রয়ের চাহিদা

- আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ আবাস গৃহ মেরামতের জন্য নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান।
- সম্পূর্ন ক্ষতিগ্রস্থ আবাস গৃহের বাসিন্দা যারা আশ্রয়কেন্দ্র, প্রতিবেশী, আত্নীয়-স্বজনের গৃহে অথবা বেড়ী বাঁধে আশ্রয় গ্রহন করেছে, তাদের আবাস গৃহ ঝুঁকি বিবেচনায় বন্যা সহনীয় (Build Back Better) প্রয়োজনে নতুনভাবে ডিজাইন করতঃ পুননির্মাণ করা প্রয়োজন।
- গৃহ মেরামত ও পুননির্মাণের জন্য আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে নির্মাণ বাবদ শ্রমিক মজুরী এবং পশু ক্রয়ের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন।
- স্থানীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে গৃহ মেরামত ও পুননির্মাণের ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য নির্মাণ সামগ্রী এবং শ্রমিক নিয়োগ করা প্রয়োজন।

২.৩ পানি ও স্যানিটেশন

অধিকতর ক্ষতিগ্রস্থ জেলা সমূহ	আক্রান্ত পানি সম্পদ ও স্যানিটেশন	প্রাক্কলিত ক্ষতির পরিমান
গাইবান্ধা, বগুড়া, টাঙ্গাইল, জামালপুর, রাজবাড়ী	ক্ষতিগ্রস্থ নলকূপ সংখ্যা ২১,৬৮৪ টি ক্ষতিগ্রস্থ পায়খানার সংখ্যা ১০১,০১৯ টি ক্ষতিগ্রস্থ জলাধার সংখ্যা ২২,১১৫ টি	৪৫৩ মিলিয়ন টাকা

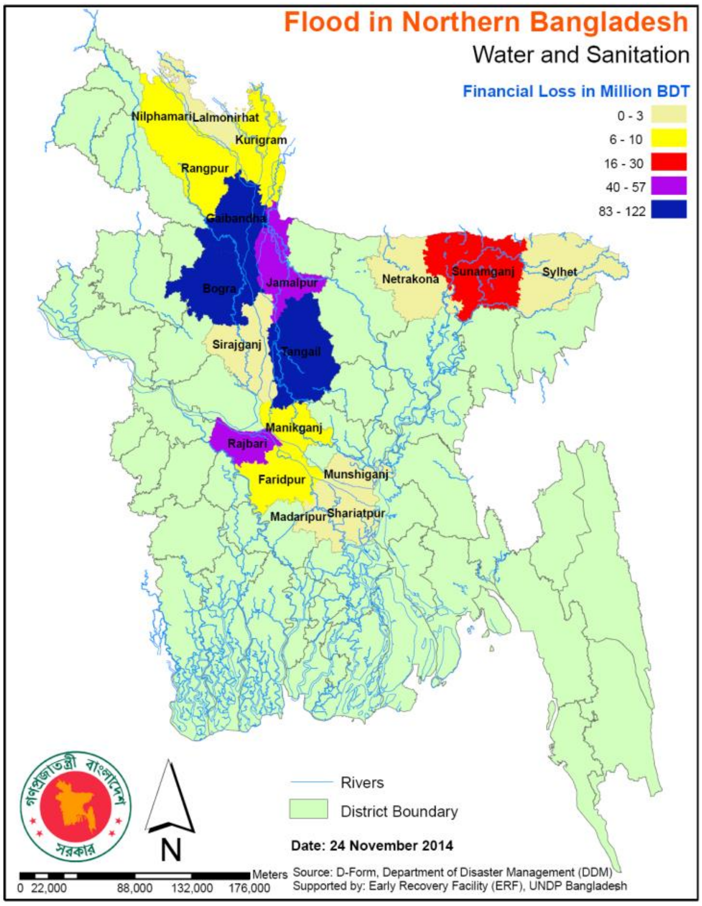

চিত্র ৮: আক্রান্ত পানি ও স্যানিটেশন সেক্টর

সাম্প্রতিক বন্যায় পানি সম্পদ এবং জনস্বাস্থ্য ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছে। ডি-ফরমে প্রাপ্ত baseline তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, বন্যা আক্রান্ত এলাকার মানুষের খাবার পানির প্রধান উৎস হচ্ছে হস্ত চালিত নলকূপ, অ-গভীর নলকূপ এবং গভীর নলকূপ। এবং দৈনন্দিন কাজের জন্য সাধারণত পুকুর এবং নদীর পানি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এবারের বন্যায় বিপুল সংখ্যক হস্ত চালিত নলকূপ ডুবে যায় এবং ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পরে। পুকুর এবং অন্যান্য জলাধার বন্যার পানির সাথে মিশ্রনের ফলে সংক্রমিত হয় ফলে, বিশুদ্ধ খাবার পানির তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। বিশুদ্ধ খাবার পানির তীব্র সংকটের দরুন পানিবাহিত রোগের প্রকোপ বেড়েছে। একাধারে পানির উৎস সংক্রমিত হওয়া এবং পাশাপাশি স্বাস্থসম্মত পায়খানা ভেসে যাওয়ায় বন্যা আক্রান্ত এলাকার মানুষ স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রয়েছে। স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রয়েছে স্থানচ্যুত জনসাধারণ যারা রাস্তা, বাঁধ কিংবা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহন করেছে।

২.৩.১ পানি সম্পদ ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক চাহিদা

- পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে আক্রান্ত এলাকার বিভিন্ন জায়গায় সুব্যবস্থা রাখা জরুরী। প্রয়োজনে ভ্রাম্যমান পানি বিশুদ্ধরন প্লান্ট সরবরাহ।
- স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আপদ যাতে ছড়িয়ে না পরে সেজন্য এবং জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যাক অস্থায়ী স্বাস্থসম্মত শৌচাগার স্থাপন করা দরকার।
- দৈনন্দিন গোসল ও কাপড় ধোয়ার কাজে ব্যবহারের জন্য পুকুর ও জলাধার পুনখনন করে ব্যবহার উপযোগী করা প্রয়োজন।
- বৃষ্টির পানি ধরে রাখার সরঞ্জাম সরবারাহ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান।
- hygiene kits এবং সরঞ্জাম সরবরাহ।
- বিদ্যমান নলকূপের মেঝে উঁচুকরণ যাতে বন্যার পানিতে ডুবে না যায়।
- সকল প্রকার স্থাপনা Flood Proofing করা।

২.৪ যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বাঁধ

অধিকতর ক্ষতিগ্রস্থ জেলা সমূহ	ক্ষতিগ্রস্থ সড়ক	প্রাক্কলিত ক্ষতির পরিমান
জামালপুরসুনামগ ,মাদারীপুর ,ঞ্জ , টাঙ্গাইল ,বগুড়া ,গাইবান্ধা	সম্পূর্ন ক্ষতিগ্রস্ত ৫৫০ কিলোমিটার আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত ৩৬০০ কিলোমিটার **ক্ষতিগ্রস্থ সেতু/কালভার্ট** সম্পূর্ন ক্ষতিগ্রস্ত ৯৫ টি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত ৩৪০ টি	১৭২৭ মিলিয়ন টাকা

ডি-ফরমে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, অনেক রাস্তাঘাট ও সড়ক প্লাবিত হওয়ায় বন্যা আক্রান্ত এলাকার আভ্যন্তরীন যোগাযোগ ব্যবস্থা তাৎপর্যপূর্নভাবে ব্যাহত হয়েছে। অপরদিকে মাটির রাস্তা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সর্বাধিক পরিমাণে। তবে, বন্যা আক্রান্ত এলাকা সংলগ্ন বেড়ী বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে বেশীরভাগ এলাকা প্লাবিত হওয়ার অন্যতম কারন। এবারের বন্যায় সর্বমোট ৩৬৫ কিলোমিটার বেড়ী বাঁধ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠী বিশেষত চরাঞ্চলে তাদের নিজ আবাসে ফিরে আসার ক্ষেত্রে নদীতে নৌকা ও ক্ষতিগ্রস্থ মাটির রাস্তা ব্যবহার করতে হচ্ছে। অনেক এলাকার সেতু/কালভার্ট বিধ্বস্ত হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে। স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য শ্রমিক ও নির্মাণ সামগ্রীর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবহার করে সেতু/কালভার্ট ও সংযোগ সড়ক মেরামত করা জরুরী।

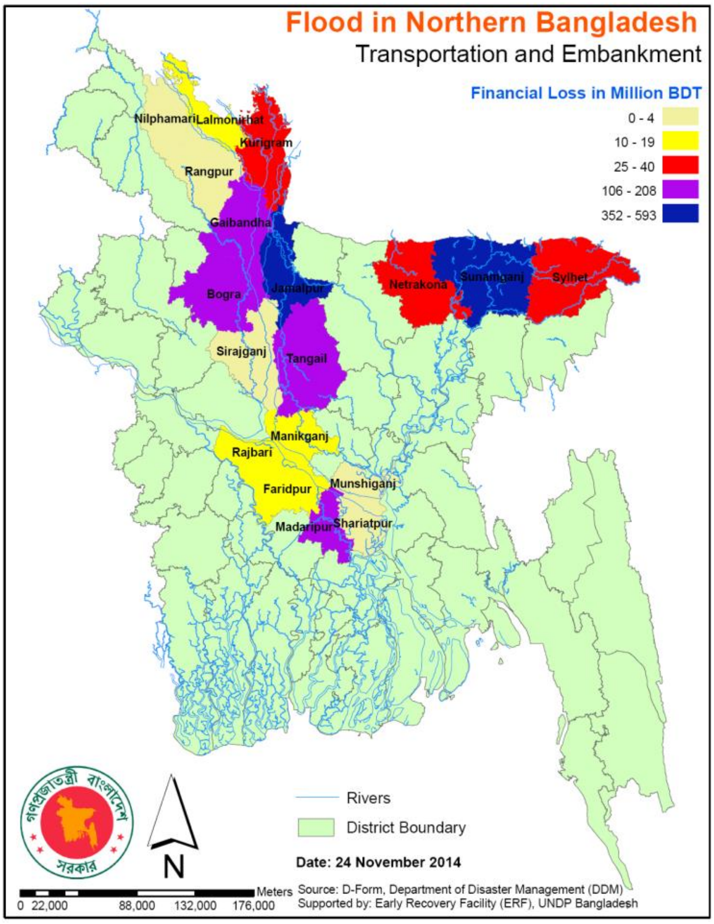

চিত্র ৯: আক্রান্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বাঁধ

২.৪.১ যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বেড়ী বাঁধের চাহিদা

- আক্রান্ত এলাকার গরিব অসহায় মানুষের আয়-বর্ধক কার্যক্রম বৃদ্ধিকল্পে স্থানীয় অধিবাসীর অংশগ্রহনে মাটির রাস্তা, মাঠভরাট, মাটির কিল্লা, বেড়ী বাঁধ নির্মাণ, মেরামত ও পুননির্মাণ করা প্রয়োজন।
- সম্পূর্ন ও আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা পুননির্মাণ করা প্রয়োজন।
- আগামী বর্ষা মৌসুমের আগেই ক্ষতিগ্রস্ত সেতু/কালভার্ট মেরামত বা পুননির্মণ করতে হবে।

২.৫ শিক্ষা

অধিকতর ক্ষতিগ্রস্থ জেলা সমূহ	ক্ষতিগ্রস্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	প্রাক্কলিত ক্ষতির পরিমান
গাইবান্ধা, বগুড়া, জামালপুর	**সম্পূর্ন ক্ষতিগ্রস্থ ৫৭ টি আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ ১৪৯০ টি**	**১১৯ মিলিয়ন টাকা**

যে কোন দুর্যোগ সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথেই শিক্ষা ব্যবস্থা সরাসরি প্রভাবিত হয়। একদিকে যেমন অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্থ হয় অন্যদিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহ অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সাম্প্রতিক বন্যায় আক্রান্ত এলাকার অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়েছিল। এছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংযোগ সড়কগুলোও বহুলাংশে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তন্মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখার স্বার্থে ক্ষতিগ্রস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ অতিদ্রুত মেরামত করা প্রয়োজন। সম্পূর্ন ক্ষতিগ্রস্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে নিরাপদ স্থান, দুর্যোগ সহনীয় অবকাঠামো (resilient infrastructure) নির্মাণ করে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করতে হবে।

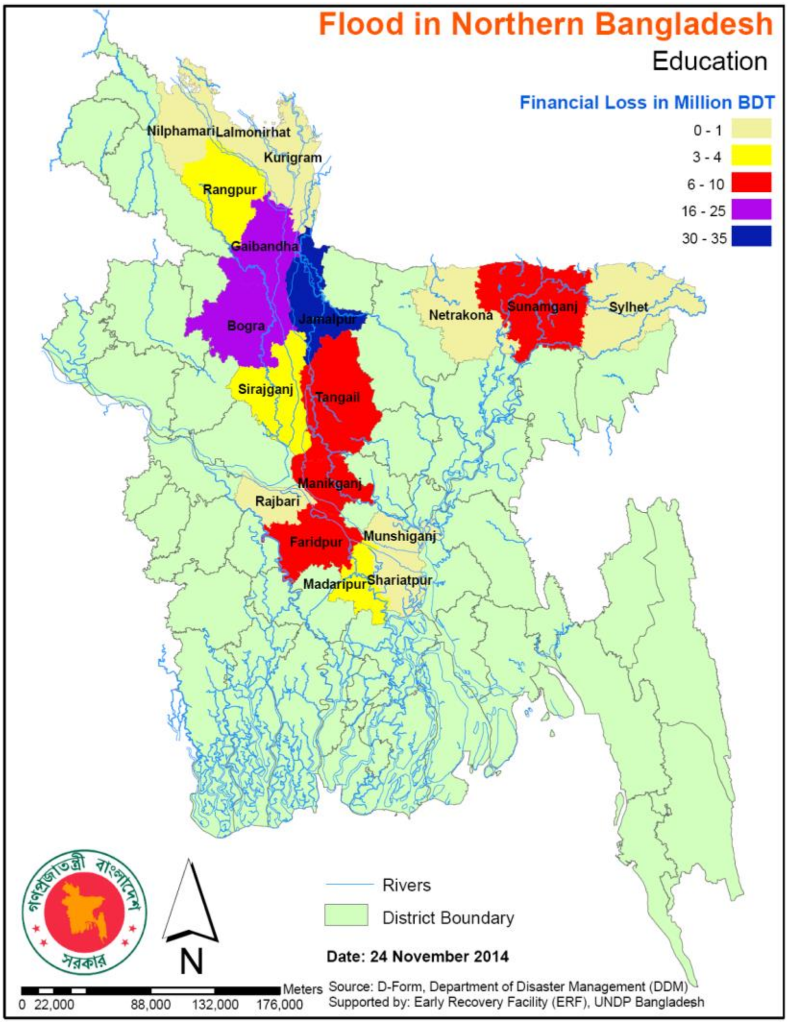

চিত্র ১০: ক্ষতিগ্রস্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

২.৫.১ শিক্ষা চাহিদা

- দুর্যোগকালীন শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।
- শিক্ষক ও ছাত্র/ছাত্রীদের নির্বিঘ্ন যাতায়াত নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংযোগ সড়ক সংস্কার বা নির্মাণ করা জরুরী।
- সম্পূর্নরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ এবং আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেরামতের জন্য সহায়তা প্রদান।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর চাপ কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ।

২.৬ সামাজিক অবকাঠামো ও অন্যান্য

অধিকতর ক্ষতিগ্রস্থ জেলা সমূহ	ক্ষতিগ্রস্থ সামাজিক অবকাঠামো	প্রাক্কলিত ক্ষতির পরিমান
মানিকগঞ্জ, সিলেট, কুড়িগ্রাম	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ৯১৬ টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র ৭৪ টি বৈদ্যুতিক লাইন ১৮.২ কিলোমিটার ক্ষুদ্র-কুটির শিল্প ১৮০ টি বন সম্পদ ৪৯৭ হেক্টর	২০২ মিলিয়ন টাকা

ডি-ফরমে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, স্বাস্থ্য সেবা খাত (কমিউনিটি ক্লিনিক সহ), ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে মসজিদ-মন্দির, ক্ষুদ্র কুটির শিল্প, বৈদ্যুতিক লাইন, বন সম্পদ সাম্প্রতিক বন্যায় আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, জামালপুর, টাঙ্গাইল, সুনামগঞ্জ জেলার স্বাস্থ্য সেবা খাত সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় জেলাগুলোতে অস্থায়ী স্বাস্থ্য সেবা প্রদান জরুরী। গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ, সুনামগঞ্জ এবং মাদারীপুরজেলার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এসব জেলার অনেক মসজিদ-মন্দির সম্পূর্ন্নরূপে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় নতুনভাবে নির্মাণ করা প্রয়োজন। বন্যার পানির স্রোতের তীব্রতায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমপূর্ন্নরূপে ভেঙ্গে যাওয়ায় নতুনভাবে নির্মাণের ক্ষেত্রে নিরাপদ স্থান বিবেচনায় রাখতে হবে।

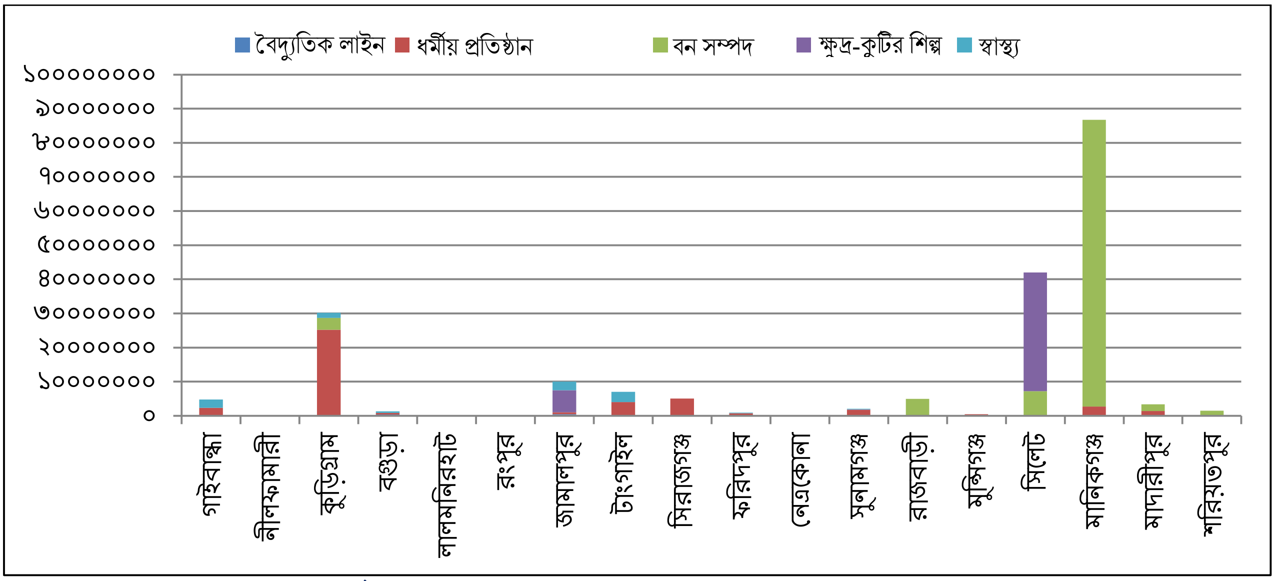

চিত্র ১১: আক্রান্ত সামাজিক অবকাঠামো ও অন্যান্য খাত

সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষুদ্র-কুটির শিল্প খাতের তাৎপর্যপূর্ন ক্ষতি হয়নি। অপরদিকে, জামালপুর ও সিলেট জেলার কৃষি শিল্প ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। একইভাবে, বৈদ্যুতিক লাইনেরও তেমন তাৎপর্যপূর্ন ক্ষতি হয়নি শুধুমাত্র বগুড়া ও মুন্সিগঞ্জ জেলা ব্যতিত। ডি-ফরমে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, বন সম্পদের তেমন তাৎপর্যপূর্ন ক্ষতি হয়নি শুধুমাত্র কুড়িগ্রাম, রাজবাড়ী, মানিকগঞ্জ এবং শরিয়তপুর জেলার কিছু সামাজিক বন এলাকা এবং নার্সারী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

২.৬.১ সামাজিক অবকাঠামো ও অন্যান্য খাতে চাহিদা

- সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো সচল রাখার স্বার্থে অবকাঠামো মেরামত, পর্যাপ্ত ঔষুধ ও প্রয়োজনীয় জনবলের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- সম্পূর্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিরাপদ স্থানে নির্মাণ এবং আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মেরামত করা প্রয়োজন।
- সামাজিক বনায়ন এবং বাসগৃহে বনায়নকে উৎসাহিত করে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৩.০ বন্যা মোকাবেলায় প্রস্তুতি এবং সাড়াদান

বন্যা মোকাবেলায় ও ঝুঁকি হ্রাসে প্রাক জরুরী বন্যা প্রস্তুতি এবং সাড়াদান পরিকল্পনা প্রণয়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডিডিএম) ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহন করেছে। এ প্রসঙ্গে "জরুরী বন্যা প্রস্তুতি পরিকল্পনাঃ বাংলাদেশ, জুন ২০১৩" এবং "বন্যা সাড়াদান প্রস্তুতি পরিকল্পনাঃ বাংলাদেশ, জুন ২০১৪" প্রণয়ন এবং হালনাগাদ করা হয়েছে। এ পরিকল্পনাদ্বয় অনুযায়ী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডিডিএম) এবং জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বন্যা সফলতার সাথে মোকাবেলায় প্রস্তুতি গ্রহন এবং ব্যাপক সাড়া প্রদানে সহায়ক হয়েছে। নিশ্চিত করা গেছে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার, স্থানীয় প্রশাসন, I/NGO দের অংশগ্রহনে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি জরুরী সভা করে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহন করেছে।

এছড়াও বন্যা মোকাবেলার প্রস্তুতি হিসাবে ডিডিএম বাংলাদেশ সরকার এবং অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা কতৃক আগাম মজুদকৃত সম্পদের অবস্থা সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করে একটি তালিকা প্রস্তুত করে। এই তালিকা উত্তরাঞ্চলের বন্যা সাড়াদানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সাম্প্রতিক বন্যার মোট ক্ষতি হয় ১৮৬৭০০.৩ লক্ষ টাকা, যার পূনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

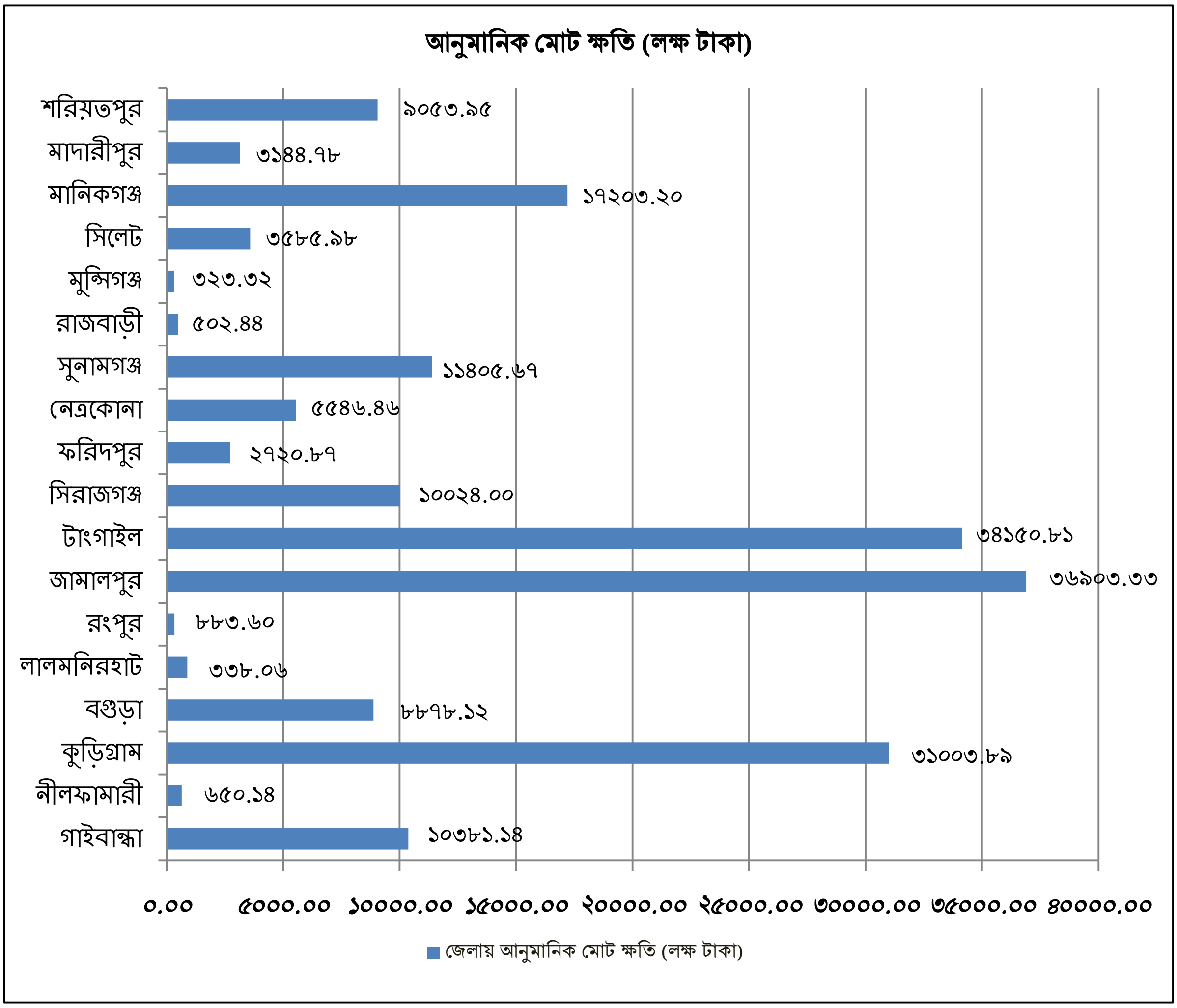

চিত্র ১২: বন্যায় আনুমানিক মোট ক্ষতির পরিমান (লক্ষ টাকা)

চিত্র ১৩: মাননীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রী বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার বন্যা দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করেন এবং বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন।

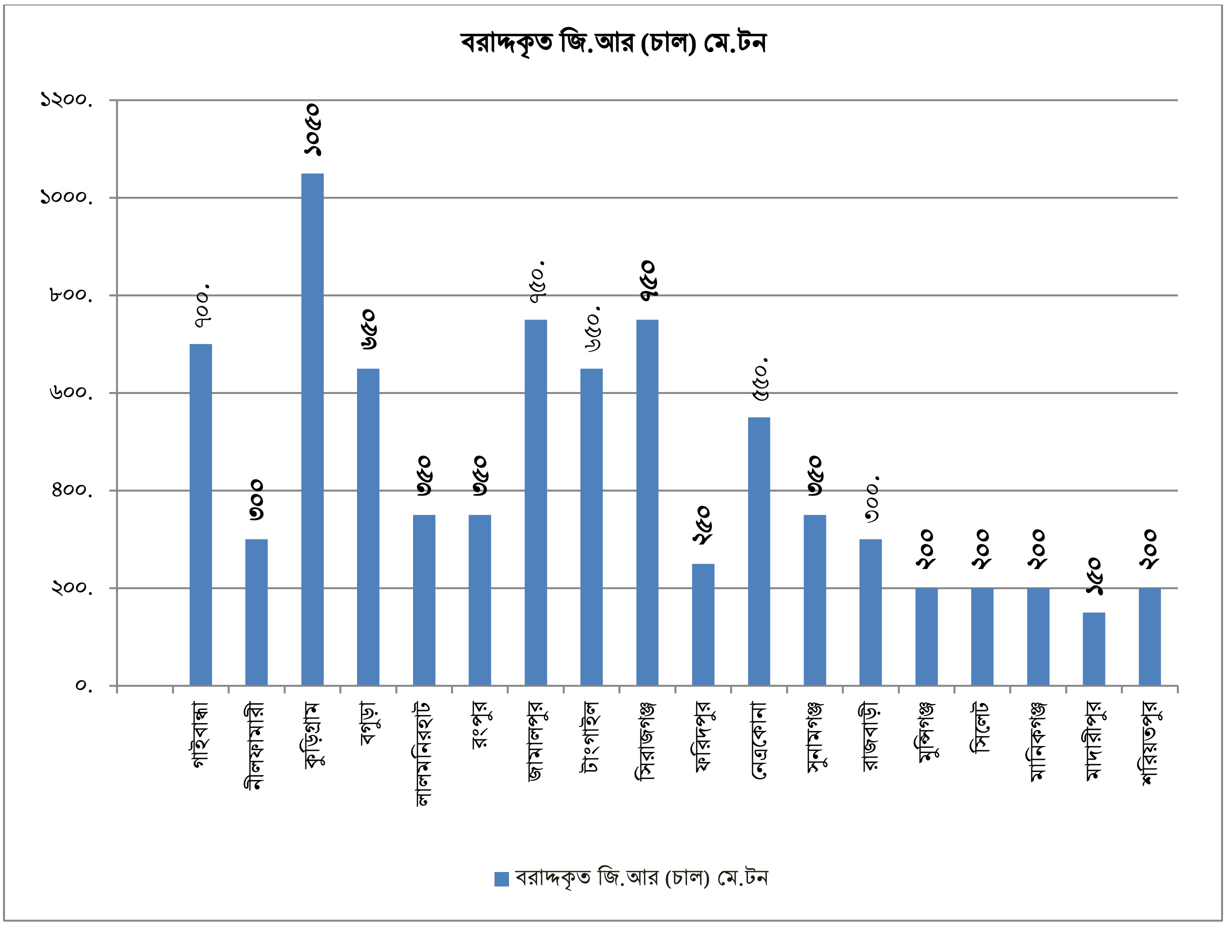

চিত্র ১৪: বন্যার ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় সরকার কতৃক বরাদ্দকৃত জি.আর. চাল

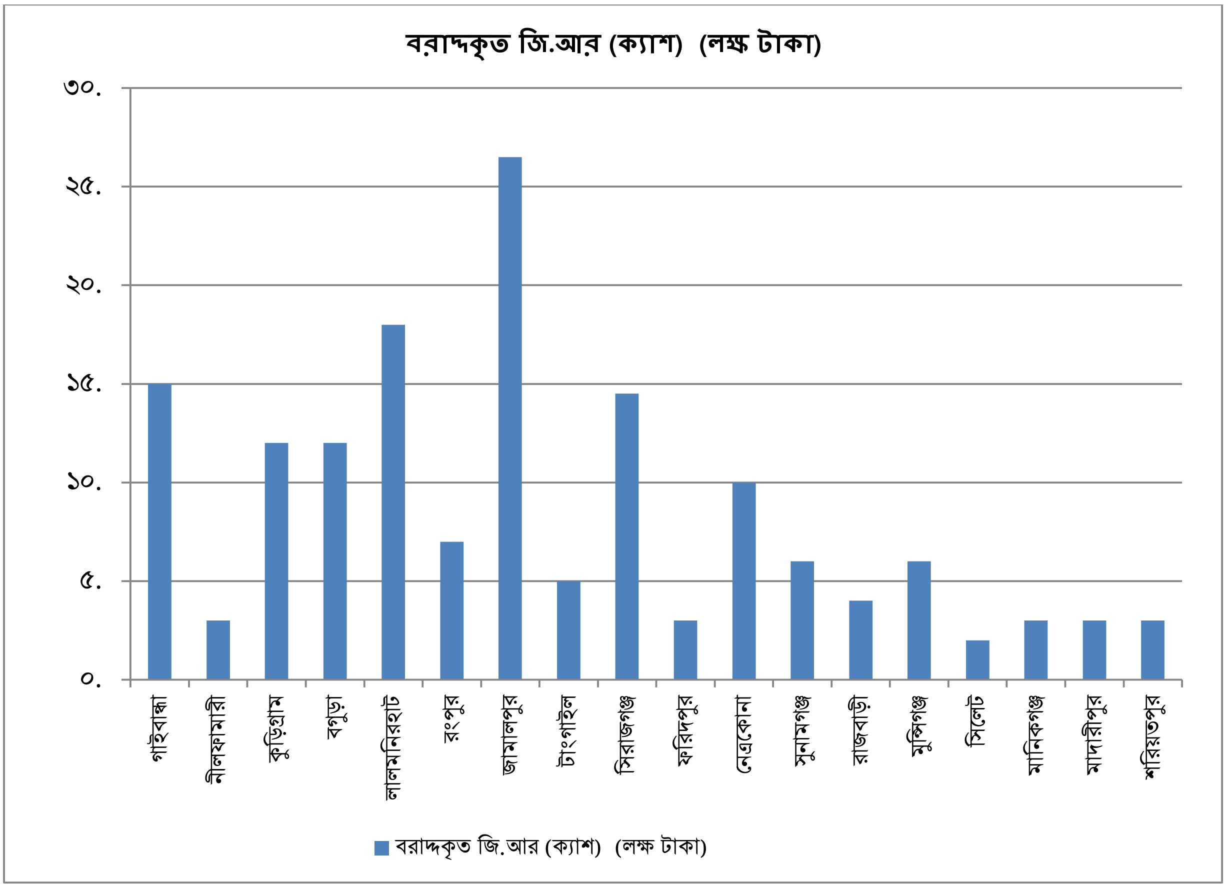

চিত্র ১৫: বন্যার ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় সরকার কতৃক বরাদ্দকৃত জি.আর. ক্যাশ

এছাড়াও বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে আক্রান্ত এলাকায় ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী গ্রহন করা হয়েছে। দুর্গত এলাকার ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামো সংস্কার, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী যেমন- গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচী, গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষণ (টি.আর) কর্মসূচী, অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (EGPP), বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ইত্যাদি গ্রহন করা হয়েছে।

৪.০ সীমাবদ্ধতা এবং সুপারিশ

৪.১ সীমাবদ্ধতা

- উপজেলা এবং জেলায় নিয়োজিত মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ডি-ফর্ম পূরণের ক্ষেত্রে দক্ষতার স্বল্পতা, তথ্যাদির বিন্যাসে বিভ্রান্তি এবং জটিল হওয়ায় ডি-ফর্মের মাধ্যমে তথ্য যথাসময়ে পাওয়া দুরূহ ব্যাপার।
- বেশীরভাগ জেলা হতে প্রাপ্ত ডি-ফর্ম সাধারণত Hard copy যাহা Fax এর মাধ্যমে পাওয়া যাওয়ায় পুনরায় Soft copy তে রূপান্তর করা সময় সাপেক্ষ।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডিডিএম)-এর মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত ডি-ফর্মের তথ্যাদি Compile, Analysis এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মকর্তা/কর্মচারী অপ্রতুল এবং প্রতিবেদন প্রস্তুতিমূলক চর্চার অভাব।
- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন দুর্যোগের তথ্যাদি Compile, Analysis এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের সংস্থান নেই।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডিডিএম)-এর মাঠ পর্যায়ের এবং প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মানসিক গঠন (Mind-set) রক্ষণশীল।
- মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের Contact Dictionary হালনাগাদ না থাকা।
- 4W (Who-is doing-what and when) concept সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না থাকা।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডিডিএম)-এর নির্দিষ্ট উইং অন্তর্ভূক্তি না থাকা।
- GIS practice এর অভাব।
- প্রয়োজনীয় Logistics এর স্বল্পতা।
- জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র না থাকা।

৪.২ সুপারিশ

- উপজেলা এবং জেলা হতে ডি-ফর্মের মাধ্যমে যথাসময়ে তথ্য প্রেরণ (Hard & Soft copy) পদ্ধতির আধুনিকায়ন বা On line ভিত্তিক করা।
- তথ্যাদি On line ভিত্তিক আদান-প্রদানের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও সরঞ্জামাদি স্থাপন।
- Communications with Communities in Emergencies (CwCiE) এর মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত Message গুলো জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপকভাবে প্রচার করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে SMS, IVR এবং Community Radio ব্যবহার করা যেতে পারে।
- সংশ্লিষ্ট Stakeholder দের প্রস্তুতকৃত তথ্যাদির over-lapping রোধকল্পে অবাধ তথ্যের আদান-প্রদান এবং সমন্বয় সাধন।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডিডিএম) এবং সংশ্লিষ্ট Stakeholder এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত ডি-ফর্মের তথ্যাদি Compile, Analysis এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জনবল প্রস্তুত/নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রদান।
- Community Risk Assessment (CRA) এর মাধ্যমে Hazard-wise Vulnerable জনগোষ্ঠি সনাক্তকরন। সরকারের সামর্থ্য বিবেচনায় Gap নির্ণয় করা।

৫.০ বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির চিত্র

চিত্র ১৬: বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ জনজীবন

চিত্র ১৭: বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ বাধ

চিত্র ১৮: বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ বসতবাড়ি

চিত্র ১৯: বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা

চিত্র ২০: বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ যোগাযোগ ব্যবস্থা

চিত্র ২১: বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

দুর্যোগ প্রতিবেদন ২০১৪: বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের বন্যা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তথ্য জানতে নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন:

মোহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ
মহাপরিচালক
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন, ঢাকা ১২১২

মো: আনিসুর রহমান
পরিচালক (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন, ঢাকা ১২১২

মো: ইসমাইল হোসেন
প্রকল্প বাস্তবায়ন কমকর্তা
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন, ঢাকা ১২১২

এই প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে আর্লি রিকভারি ফ্যাসিলিটি, ইউএনডিপি বাংলাদেশ এর কারিগরি সহযোগিতায় ও নিম্নোক্ত সংস্থাসমূহের অর্থায়নে:

Australian Aid

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development and Cooperation SDC

UNDP
Empowered lives.
Resilient nations.